সংবাদ

তারিখ 06 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দুই জামায়াত নেতার জালিয়াতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদ্রাসার নাম পরিবর্তন করে লাখ লাখ টাকা লোপাট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুই জামায়াতি নেতা জাল দলিলের মাধ্যমে একটি মাদ্রাসার নাম পরিবর্তন করে সেখানে লাখ লাখ টাকা লুটপাট করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার হানুফা বিবি নামের এক মহিলা ১৯৯১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ৩৩ শতক জমি নামো মুশরীভুজা হাফিজিয়া কেরাতিয়া মাদ্রাসার জন্য দান করেন। এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিধি অনুসারে ১৯৯৪ সালে নামো মুশরীভুজা হাফিজিয়া কেরাতিয়া মাদ্রাসা স্বীকৃতি পায়। তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি ও সেক্রেটারি পদকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষক জামায়াত নেতা মোজাম্মেল গোপনে চক্রান্ত করে মূল দলিল থেকে মাদ্রাসার প্রকৃত নাম মুছে দিয়ে একই তারিখ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) এবং দলিল নং উল্লেখ করে সেখানে ।

এছাড়া নজরুল ইসলাম নামের একজন দাতা ১৯৯২ সালের ২৩ মে হাফিজিয়া কেরাতিয়া মাদ্রাসাকে দান করেন। কিন্তু জামায়াত নেতা মোজাম্মেল এই জমিও একই তারিখ ও দলিল নং বসিয়ে হিলফুল উলা ফুজুল মাদ্রাসার নামে জালিয়াতি করেন। এরপর জামাতি মোজাম্মেল ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম মিলে ডা. শামসুর রহমান নামের এক বন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রায় অর্ধকোটি টাকা নিয়ে হিলফুল মাদ্রাসাকে ডা. শামসুর রহমান দাখিল মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করেন।

কিন্তু প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় ওই মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত হতে পারছিল না। মাদ্রাসাটিকে এমপিওভুক্ত করার জন্য নতুনভাবে জালিয়াতির ফন্দি আঁটেন ওই জামায়াত নেতারা। ফজলুল হক নামে এলাকার এক ব্যক্তি ১৯৯০ সালে তার দুই মেয়ের নামে ৪৩ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। জামাতি নেতারা একই দাগের জমি খোদ ফজলুল হককে দাতা বানিয়ে ১৯৯৫ সালে ডা. শামসুর রহমান মাদ্রাসার নামে জালিয়াতি করেন। এরপর এই জমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে ডা. শামসুর রহমান দাখিল মাদ্রাসার নামে দেখিয়ে এমপিওভুক্তি লাভ করেন।

এছাড়া ওই জামায়াত নেতা এলাকার হাবিবুর রহমানের ৯ শতক জমি ২০০২ সাল থেকে জোরপূর্বক দখল করে আমগাছ, কলাগাছ কেটে ফেলে। হাবিবুর রহমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে এ ব্যাপারে মামলা করলেও বিচার ব্যবস্থার ধীর গতির কারণে তার জমিটি ফিরে পাচ্ছেন না। উপরন্তু তারা উল্টো হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালতে বাটোয়ারা মামলা দায়ের করেন। কিন্তু হাবিবুর রহমানের দলিলপত্র সঠিক হওয়ায় আদালত তার পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিন্তু ওই জামায়াত নেতারা বর্তমানে উচ্চ আদালতে আপিল করেন। এমন কি আদালতে দায়ের করা দুটি বাটোয়ারা মামলায় উল্লেখিত দাগের জমিও জাল। দুই জামায়াত নেতার হাবিবুর রহমান তার জমি দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোন ফল পাননি বলে এই প্রতিবেদককে জানান।

এরপর প্রায় দুই বছর নিজেদের মতো করে মাদ্রাসাটি পরিচালিত করেন তারা। কিন্তু বর্তমানে এবতেদায়ী মাদ্রাসার ওই স্থায়গায় এতিমখানা খুলে মাদ্রাসাটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

এ ব্যাপারে ডা. শামসুর রহমান দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট জামাত নেতা মনিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জমিগুলো মাদ্রাসার বলে দাবি করেন।